Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Special Issue, June 2023, Page No.64-69
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

সাঁওতালী ভাষা বিজয় দিবস

বাবুলাল সরেন
রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, সাঁওতালী বিভাগ, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Santali language is a very ancient language. It was included in the Eighth Schedule to the Constitution of India on 22nd December 2003. Santali language has been given official recognition. Santali is a very ancient language; it is one of the languages of the Austric group. The goal of recognizing the Santali language was achieved through many struggles and mass movements. The BJP government was forced to support the Santali language bill as well. On 22 December 2003, the Santali language was also included in the Eighth Schedule of the Constitution.

Keywords: Demand for recognition of Santali language, Establishment of Santali Bhasha Morcha organization, Bhasha Morcha's first language march Rail blockade (Rail Roko) movement, Central Govt. The recognition of Santali language is far from being clear in the activities, The drastic movement decision of Bhasha Morcha and Disham Party, The decision of three youths of Jharkhand Disham Party to self-immolate for the recognition of Santali language, Diplomatic and political steps with the political foresight of Salkhan Murmur, Other organizations in the language movement.

ভুমিকা: আমরা জানি ২১শে ফেব্রুয়ারী দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। প্রতিবছরই ২১শে ফেব্রুয়ারি দিনটি বিবিধের মাঝে মিলন মহান সকল ভাষার ভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। সাঁওতালী ভাষা একটি বহু প্রাচীন ভাষা। ২২শে ডিসেম্বর ২০০৩ সালে ভারতীয় সংবিধানে অষ্টম তপশিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সাঁওতালী ভাষাকে সরকারি মান্যতা প্রদান করা হয়েছে। ২২ডিসেম্বর দিনটির আরেকটি বিশেষ ইতিহাস আছে। সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা সিদু মুর্মু এর নেতৃত্বে ৩০শে জুন ১৮৫৫ এ হাসা(ভুমি)কে রক্ষা করার জন্য ভগনাডিতে দশ হাজার সাঁওতাল শপথ গ্রহণ করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। সিদু কানু সাঁওতাল বিদ্রোহের ফলস্বরূপ ২২ডিসেম্বর ১৮৫৫ তে Santal Pargana গঠন হয়েছিল। ২২ ডিসেম্বর একই দিনে সাঁওতালী ভাষা এবং হাসা এর মান্যতা প্রাপ্ত হয়। তাই ইহাতে ভগবানের আশীর্বাদ ছিল তা বলা যায়। ২২শে ডিসেম্বর সাঁওতালী ভাষাভাষী লোকেদের জন্য এক অবিস্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে। তাই প্রতিবছর ২২শে ডিসেম্বর দিনটি সাঁওতালী ভাষা ও হাসা বিজয় দিবস হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। পণ্ডিত রঘুনাথ মুরমু ১৯২৫ সালে সাঁওতালী ভাষার লিপি “অলচিকি” আবিষ্কার করেন। এই অলচিকি সাঁওতালী লিপি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

প্রথম সাঁওতালী ভাষা মান্যতার দাবি নিয়ে মহামিছিল: সাঁওতালী বহু প্রাচীন ভাষা এটি অস্ট্রিক গ্রুপের একটি অন্যতম ভাষা। বহু লড়াই ও গণ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সাঁওতালী ভাষা মান্যতার লক্ষ্য পূরণ হয়েছিল। সাঁওতালী ভাষা মান্যতার দাবি নিয়ে সর্বপ্রথম তৎকালীন অখিল ভারতীয় ঝাড়খন্ড পার্টির সভাপতি সালখান মুর্মুর নেতৃত্বে ৩০জুন ১৯৮০ সালে দিল্লিতে প্রায় এক লক্ষ সাঁওতালী ভাষাভাষী লোকেদের নিয়ে অভূতপূর্ব ঐতিহাসিক মহামিছিল সংগঠিত হয়েছিল। সালখান মুর্মুর এক প্রতিনিধি মন্ডল দ্বারা তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ডাঃ নীলম সঞ্জীব রেড্ডিকে এক স্বারকলিপি প্রদান করা হয়। স্মারকলিপিতে সাঁওতালী ভাষা ছাড়াও হো, মুন্ডা এবং ওরাও ভাষা মান্যতার দাবি সামিল ছিল। ৩০শে জুন ১৯৮০ সালের এই "দিল্লি চলো" মিছিল দ্বারাই সাঁওতালী ভাষা আন্দোলনের প্রথম অধ্যায় হিসাবে ধরা হয়।

সাঁওতালী ভাষা মোর্চা সংগঠন প্রতিষ্ঠা: আদিবাসী সাংসদের দ্বারা সাঁওতালী ভাষা সরকারী মান্যতার দাবি সংসদে তুলে ধরার জন্য ১৯৯২ সালে পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রামে অনেক আদিবাসী সাংসদ বিধায়ক নেতাগণকে সালখান মুর্মু আমন্ত্রণ করেন। উক্ত আমন্ত্রণে আদিবাসী সাংসদ বিধায়ক সাহায্য দেওয়া তো দূরের কথা কেউই উপস্থিত থাকেননি। তখন বাধ্য হয়ে শ্রীমুর্মু সমাজের বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনকে নিয়ে ১৬ই আগস্ট ১৯৯২ সালে ঝাড়গ্রামে সাঁওতালী ভাষা মোর্চা গঠন করেন। সালখান মুরমু সাঁওতালী ভাষা আন্দোলনকে সফল করার জন্য দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। সাঁওতালী ভাষা মোর্চা গঠন ঐ সময় জরুরী ছিল, কেননা ঐ বছরেই নেপালি, মনিপুরী এবং কোংকোনি ভাষা ৮ম তপশীলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা ছিল। সালখান মুর্মুর নেতৃত্বে বিহার, বেঙ্গল, উড়িষ্যা এবং আসাম এর রাজ্যপালকে ধর্না প্রদর্শনের মধ্যদিয়ে সাঁওতালী ভাষাকে ৮ম অনুসূচিতে সামিল করার জন্য স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। প্রয়াস বিফলে যায়। সাঁওতালী ভাষাকে উপেক্ষা করে নেপালি, মণিপুরি এবং কোংকোনি ভাষাকে সাংবিধানিক মান্যতা দিয়ে দেওয়া হয়। ঐ সময় সাংসদ ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা শিবু সরেন সংসদে বিরাজমান থেকেও সাঁওতালী ভাষা মান্যতার জন্য একটি শব্দও রাখেননি।

সালখান মুর্মু বিজেপি সাংসদ: ১৯৯৮ সালে সালখান মুর্মু উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ লোকসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপি সাংসদ হলেন। বিজেপি সাংসদ হওয়ার পরেও সালখান মুর্মু আরোও নতুন ভাবে সাঁওতালী ভাষা আন্দোলনকে জোরদার অভিযান শুরু করেন। ১১ই জুন ১৯৯৮ এ সালখান মুর্মু প্রথমবার সাঁওতালী ভাষাকে ৮ম অনুসূচিতে সামিল করার দাবি লোকসভাতে জোরদারভাবে রেখেছিলেন। শ্রীমুর্মুর সভাপতিত্বে ১২ই এপ্রিল ১৯৯৮ সাঁওতালী ভাষা মোর্চা প্রথম অখিল ভারতীয় স্তরে বৈঠক করেন। ঐ বৈঠকে সাঁওতালী ভাষার রথ "পার্সি সাগাড়" বের করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৬ই জুন ১৯৯৮ পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মুর সৃতিস্থল উড়িষ্যার রায়রংপুর থেকে পূর্ব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমাং অপাং দ্বারা ঝাঁন্ডা দেখিয়ে সাঁওতালী ভাষার রথ যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল।

ভাষা মোর্চার প্রথম ভাষা মহামিছিল: ৫ই জুলাই ১৯৯৮ সালে জামশেদপুর রিগ্যাল ময়দানে সাঁওতালী ভাষার মহামিছিল আয়োজিত হয়েছিল। উড়িষ্যা , বেঙ্গল আর বিহার এর বিভিন্ন সাঁওতাল বহুল এলাকা দিয়ে সাঁওতালী ভাষা রথ পরিক্রমা করে, ৫ই জুলাই ১৯৯৮ এ সাঁওতালী ভাষা মহারা্যালি জামশেদপুর রিগ্যাল ময়দানে যুক্ত হয়। ঐ মিছিলের দ্বিতীয় দিন ৬ই জুলাই ১৯৯৮ জামশেদপুরে বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত ১০০ সংগঠন দুই হাজার পদাধিকারী কার্য কর্তারা বিশেষ বৈঠক করে পরবর্তী পদক্ষেপ এর উপর বিচার-বিশ্লেষণ করেন। এই রিগ্যাল ময়দান মহামিছিলে দু লক্ষের উপর মানুষ সামিল হয়। ১৯৯৮ সালে

সাঁওতালী ভাষা মোর্চার তরফ থেকে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও গৃহমন্ত্রীকে সাঁওতালী ভাষা সাংবিধানিক মান্যতা দেওয়ার দাবি পত্র দিয়েছিলেন। ৬ই আগস্ট ১৯৯৮ তৎকালীন গৃহমন্ত্রী তার উত্তরপত্র সংখ্যা 11018/2/98 NID উত্তর পাওয়া গিয়েছিল সাঁওতালি এবং অন্য ভাষার সংবিধানিক দাবিকে তদারকি করার জন্য হাই পাওয়ার বডি (High Power Body) গঠন করার জন্য সরকার চিন্তা ভাবনা করছে।

ভাষা মোর্চার দ্বিতীয় ভাষা মহামিছিল: ৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ সালে সাঁওতালী ভাষা মোর্চার পক্ষ থেকে কলকাতার রানী রাসমণি রোডে সাঁওতালী ভাষা মহামিছিল আয়োজিত হয়। এই রাসমণি রোড মহামিছিলে প্রায় ২ লক্ষ মানুষ সামিল হয়েছিলেন। সাঁওতালী ভাষা মোর্চার তরফ থেকে ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৯৯ এ দিল্লির যন্তর মন্তরে ধর্না প্রদর্শন মিছিল করা হয়। সেই সময় সালখান মুর্মুর নেতৃত্বে ১৭ জন প্রতিনিধি নিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপীকে সাঁওতালী ভাষা ও লিপিকে মান্যতার দাবি নিয়ে স্মারকলিপি প্রদান করেন।

ভাষা মোর্চার তৃতীয় ভাষা মহামিছিল: সাঁওতালী ভাষা মোর্চার তরফ থেকে তৃতীয় সাঁওতালী ভাষা মহামিছিল ৮ই এপ্রিল ২০০০ এ রিগ্যাল ময়দান জামশেদপুরে আয়োজিত হয়। উক্ত সভাতে সালখান মুর্মুকে মহান ভাষা আন্দোলনকারী উপাধি "পারসী হুলগারিয়া"তে সম্মানিত করা হয়। ঐ সঙ্গে ১০০ জনকে সাঁওতালী ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় যোগদান দেওয়ার সার্টিফিকেট ও মেডেল "মান মহর" প্রদান করা হয়।

ভাষা মোর্চার চতুর্থ ভাষা মিছিল, সাঁওতালী রাজ ভাষা মহামিছিল: ঝাড়খন্ড রাজ্য গঠনের এক সপ্তাহ পূর্বে ৮ই নভেম্বর ২০০০ সালে। সাঁওতালী ভাষা মোর্চার দ্বারা বর্তমান ঝাড়খন্ড রাজ্যের রাজধানী রাঁচির মোরাবাদী ময়দানে ঐতিহাসিক সাঁওতালী রাজ ভাষা মিছিলের আয়োজন করা হয়। ঐ মিছিলে প্রায় দু লক্ষ লোক ভারতের বিভিন্ন জেলা থেকে এসেছিলেন। উক্ত মিছিলে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাগাল্যান্ডের নিকেতু ইরালু। জামশেদপুর থেকে ডাঃ অমিত মুখার্জী উক্ত মিছিলে সামিল ছিলেন। সাঁওতালী রাজ ভাষা মিছিলকে কিছু নেতাগণ রাজনৈতিক রূপ দিয়ে সালখান মুর্মুকে কটু ভাষায় আলোচনা করেন। যাহা করা একেবারেই উচিত হয়নি।

ভাষা মোর্চার প্রথম রেল অবরোধ (রেল রোকো) আন্দোলন: ব্যাপক আন্দোলনের ফলেও সাঁওতালী ভাষা মান্যতার বিষয়ে কেন্দ্র সরকার সকল সময়ই বাহানা করতে থাকেন। বাধ্য হয়ে মোর্চার নেতাগণ রুঢ় রূপ ধারণ করেন। রেল রোকো আন্দোলন চালিয়ে কেন্দ্র সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার পথে পা বাড়ালেন। ২৫শে সেপ্টেম্বর ২০০০ সালে প্রথম বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম রাজ্যের অনেক জায়গায় রেল অবরোধ কর্মসূচী পালিত হয়। এই রেল অবরোধের মধ্যে দিয়ে সাঁওতালী ভাষা আন্দোলনকে মজবুত আর দৃঢ়তার পরিচয় ভারতের নাগরিকের সম্মুখে প্রস্তুত করা হয়।

ভাষা মোর্চার দ্বিতীয় রেল অবরোধ: ৮ ডিসেম্বর ২০০০ সালে মোর্চার দ্বিতীয় রেল অবরোধ আন্দোলন আয়োজিত হয়। ইহা পূর্ব ভারতে ব্যাপকভাবে প্রভাব পড়ে কেন্দ্র সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার এটা দ্বিতীয় আন্দোলনাত্মক প্রয়াস ছিল কিন্ত কেন্দ্র সরকার উদাসীন থেকে যায়।

ভাষা মোর্চার তৃতীয় রেল অবরোধ আন্দোলন: সাঁওতালী ভাষা মোর্চার তৃতীয় রেল অবরোধ আন্দোলনকে অনিশ্চিত কালীন বানানোর জন্য ৮ই মে ২০০১ থেকে শুরু হয়। এই কার্যক্রম পূর্ব সিংভূম জেলার চাকুলিয়াতে করা হয়। কেন্দ্র সরকারের আশ্বাসে ইহাকে দ্বিতীয় দিনে তুলে নেওয়া হয়। মোর্চার পক্ষ থেকে

সাঁওতালী ভাষা মান্যতার দাবি পত্রে তৎকালীন কেন্দ্রীয় গৃহরাজ মন্ত্রী আই.ডি. স্বামী দ্বারা ২রা জুন ২০০৩ লিখিত উত্তরে জানান পত্র সংখ্যা H 11018/1/2002 এন.আই.ডি দ্বারা জানান সরকার অতিসত্বর উচ্চস্তরীয় সমিতি বানিয়ে ভাষা মান্যতার রাস্তা বের করার সংকল্পে আছে।

প্রথম রাষ্ট্রীয় আদিবাসী ভাষা সম্মেলন: গান্ধী হিন্দুস্তানি সাহিত্য সভা রাজঘাট নতুন দিল্লি আর মানব সংশোধন বিকাশ মন্ত্রণালয় নতুন দিল্লি এর তত্ত্বাবধানে ২৩-২৪ মার্চ ২০০২ এ প্রথম রাষ্ট্রীয় আদিবাসী ভাষার সম্মেলন রাজঘাট নতুন দিল্লিতে আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত সভাতে সাঁওতালী ভাষা মোর্চাকে "রাষ্ট্রীয় লোক ভাষা সম্মান" ২০০২ এ প্রদান করা হয়।

দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় আদিবাসী ভাষা সম্মেলন: ৫-৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩ সালে গান্ধী হিন্দুস্তানি সাহিত্য সভা আর মানব সংশোধন বিকাশ মন্ত্রালয় দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় আদিবাসী ভাষা সম্মেলন নতুন দিল্লিতে আয়োজিত করা হয়। উক্ত সভাতে সালখান মুর্মুকে সাঁওতালী ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব আর সক্রিয় যোগদান দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রীয় লোক ভাষা সম্মান ২০০৩ সালে প্রদান করা হয়েছিল।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মন্ডল দ্বারা কেন্দ্রীয় কেবিনেটে বোর্ডো ভাষাকে সংবিধানে অষ্টম অনুসূচীতে সামিল করার সিদ্ধান্ত: ৩১ জুলাই ২০০৩ এ কেন্দ্রীয় কেবিনেটে ফয়সালা নিয়েছিল যে কেবল বোর্ডো ভাষাকেই সংবিধানে অষ্টম তপশীলে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এই কথাটি নির্ধারিত ছিল যে শীতকালীন অধিবেশনে ২০০৩ এ কেন্দ্র সরকার বোর্ডো ভাষার মান্যতা দিতে বাধ্য ছিলেন। কেননা ৭ডিসেম্বর ২০০৩ তৎকালীন গৃহমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবাণী আসামের কোকরাঝাড়ে গিয়ে বোডো এলাকার স্বায়ত্ব শাসন পরিষদ (B.T.C) এর গঠন করেন। সেখানে সার্বজনীক ভাবে ঘোষণা করে এসেছিলেন যে, বোর্ডো ভাষাকে শীতকালীন অধিবেশন ২০০৩ এ সাংবিধানিক মান্যতা দেওয়া হবে। ৩১জুলাই ২০০৩ এ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মন্ডল দ্বারা বোর্ডো ভাষার সংবিধানিক মান্যতার ফয়সালা হওয়ার পর ১ আগস্ট ২০০৩ এ সাঁওতালী ভাষার কেন্দ্রীয় অধ্যক্ষ সালখান মুর্মু সাঁওতালী ভাষাকে অবশ্যই সংবিধানে সামিল করার জন্য প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপীকে একটি পত্র প্রদান করেন। ৬আগস্ট ২০০৩ এ ভাষা মোর্চার কেন্দ্রীয় অধ্যক্ষ সালখান মুর্মু প্রধান মন্ত্রী দ্বারা ঝাড়খণ্ডের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন মুন্ডাকে সাফাই বক্তব্ দেওয়ার জন্ প্রশ্ন দাঁড় করেন। তখন অর্জুন মুন্ডা ঘোষণা করেছিলেন যে, ১৫ই নভেম্বর ২০০৩ এ প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপী রাঁচিতে এসে সাঁওতালী ভাষার সংবিধানিক মান্যতা ঘোষণা করবেন। সময়ের সাথে ইহা মিথ্যা ভাষণে প্রমাণিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার কেবল বোর্ডো ভাষাকে সংবিধানিক মান্যতার জন্য ১০০ তম সংশোধন বিল ১৮ই আগস্ট ২০০৩ এ লোকসভাতে এনে সকল দাবি দাওয়াকে খারিজ করে দেন। সাঁওতালী ও অন্য ভাষাকে সংবিধানে মান্যতার মামলা বাকি থেকে যায়। তখন শ্রীমর্মু ২১আগস্ট ২০০৩ লোকসভাতে ভারতের দলিতদের উপর বঞ্চিত অন্যায় অত্যাচার শাসন শোষণের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন এবং সাঁওতালী ভাষা,হো ভাষা,মুন্ডা ভাষা আর কুড়ুক ভাষাকেও সাংবিধানিক মান্যতা দেওয়ার জন্য জোরদার ওকালতি করেন।

কেন্দ্র সরকারের কার্যকলাপে পরিষ্কার সাঁওতালী ভাষার মান্যতা বহুদূরে: সালখান মুর্মু সাঁওতালী ভাষা ও অন্য আদিবাসী ভাষার মামলা সংসদে বারবার রাখার ফলে কেন্দ্র সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার লাগাতার প্রয়াস করে গেছেন। কিন্ত তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার উচ্চস্তরীয় সমিতি গঠনের আশ্বাস দিয়ে সকল সময় এড়িয়ে যাওয়ার কাজ করে গেছেন। কেন্দ্র সরকার সাঁওতালী ভাষা ও বাকী ভাষা মান্যতার মামলা ঠান্ডা ঘরে রেখে দেওয়ার ইচ্ছাতে আগ্রহী। সাঁওতালী ভাষা ও অন্য ভাষার সাংবিধানিক দাবিকে তদারকি করার

জন্য ২রা জুলাই ২০০৩ এ ডাঃ সীতাকান্ত মহাপাত্র এর নেতৃত্বে এক ৯ জন সদস্যের উচ্চস্তরীয় সমিতি গঠন করেন। ১৯৯৮ থেকে ইহা গঠন করতে পাঁচ বছর সময় লেগেছিল। সমিতির দ্বারা মানদন্ড তৈরি করতে কত সময় লাগবে এটা তো অনেক দূরের কথা। যাহা এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। সাংসদ এর মানসূন পত্র ২০০৩ এ কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যকলাপে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে এখন সাঁওতালী ভাষা মান্যতার মামলা বহু দূরে আটকে গেছে।

ভাষা মোর্চা এবং দিশম পার্টির রূঢ় আন্দোলনাত্মক সিদ্ধান্ত: সালখান মুর্মু সাঁওতালী ভাষার জন্য বিপক্ষ দলের নেত্রী সোনিয়া গান্ধীর সমর্থন প্রয়োজন মনে করেন। তিনি সোনিয়া গান্ধীকে ৪ই নভেম্বর ২০০৩ এ চিঠি লিখে তার সহানুভূতি কামনা করেন। ৪ই ডিসেম্বর ২০০৩ সংসদে সালখান মুর্মু সাঁওতালী ভাষাকে সাংবিধানিক মান্যতার আবশ্যিকতার উপর এবং ২২ডিসেম্বর ২০০৩ এ বোর্ডো ভাষাকে মান্যতার জন্য ১০০ তম সংবিধান সংশোধন বিষয়ের উপর জোরদার বক্তব্য রাখেন। দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় আদিবাসী ভাষা সম্মেলনে উপস্থিত সাঁওতালী ভাষা মোর্চা এবং ঝাড়খন্ড দিশম পার্টি দিল্লিতে সাঁওতালী ভাষা আন্দোলনকে নির্ণায়ক স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভারতের সকল সাঁওতাল বহুল জেলাতে,জেলা আধিকারিকদের মারফত রাষ্ট্রপতিকে জ্ঞাপন পত্র, পাঁচ রাজ্যের রাজ্যপাল মারফত রাষ্ট্রপতিকে জ্ঞাপন পত্র আর ৮ই ডিসেম্বর ২০০৩ নতুন দিল্লিতে রাষ্ট্রপতিকে জ্ঞাপন পত্র দেওয়ার জন্য নির্ধারণ করা হয়। এতেও কাজ না হলে ৮ই ফেব্রুয়ারি ২০০৪ এ অনিশ্চিত কালীন রেল অবরোধ আর সুপ্রিম কোর্টের দরজায় হানা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সাঁওতালী ভাষা মোর্চা ও দিশম পার্টি আন্দোলনাত্মক কার্যক্রম জেলা ও রাজ্যস্তরে সফল করার পর পাঁচ রাজ্য থেকে প্রায় দু হাজার প্রতিনিধি ৮ই ডিসেম্বর ২০০৩ এ দিল্লিতে উপস্থিত হন। দিল্লির যন্তর মন্তরে পথপ্রদর্শন মিছিল করতে করতে ভাষা মোর্চা আর জেডিপি নেতাগন সালখান মুর্মুর নেতৃত্বে ভারতের পার্লামেন্টের দিকে নাগড়া বাজিয়ে স্লোগান দিতে দিতে যেতে থাকে। পার্লামেন্ট স্ট্রীটে পুলিশের খুব বন্দোবস্ত থাকার কারণে প্রদর্শনকারীদের আগে যেতে দেওয়া হলো না। সালখান মুর্মু ১৭ প্রতিনিধি মন্ডল দ্বারা তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ডাঃ আব্দুল কালাম এর কাছে রাষ্ট্রপতি ভবনে দেখা করতে যান। কিন্ত তাহার সঙ্গে দেখা হলো না। দেখা করার জন্য পরবর্তী দিন ৯ডিসেম্বর ২০০৩ এ সময় দেওয়া হয়।

সাঁওতালী ভাষা মান্যতার জন্য ঝাড়খন্ড দিশম পার্টির তিন যুবক আত্মদাহ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ: সাঁওতালী ভাষা মান্যতার জন্য ঝাড়খন্ড দিশম পার্টির তিন যুবক নেতা ১) সুবোধ মান্ডী (করন্ডি, জামশেদপুর) ২) কানহুরাম টুডু (সোনুয়া, পশ্চিম সিঙ্ভুম) ৩) সুনীল হেমব্রম (আমড়া পাড়া, পাকুড় জেলা) এরা ৮ই ডিসেম্বর ২০০৩ এ সংসদের সামনে আত্মদাহ করার ঘোষণা করেছিলেন। তিন যুবকই ৮ডিসেম্বর ২০০৩ র‍্যালিতে সামিল ছিলেন। কিন্ত যেমনি ওদেরকে জেডিপি সভানেত্রী শ্রীমতী সুমিত্রা মুর্মু দ্বারা মালা পরিয়ে সম্মানিত করলেন পুলিশ তুরন্ত তাদেরকে আটক করে নিল। এইভাবে আত্মহত্যার কর্মসূচী থমকে যায়। ভাষা মোর্চা আর দিশম পার্টির সংযুক্ত তত্ত্বাবধানে আয়োজিত প্রদর্শন মিছিল পার্লামেন্ট স্ট্রিট থেকে শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধী নিবাস দশ জন পথ নতুন দিল্লিতে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন। সেখানে সোনিয়া গান্ধীর কাছে সন্ধ্যা সাড়ে তিনটায় দুই হাজার থেকেও বেশি প্রতিনিধি নিয়ে সালখান মুর্মু সাক্ষাৎ করেন। শ্রীমুর্মু তাকে ভাষা মান্যতা বিষয়ে জ্ঞাপন পত্র প্রদান করেন। শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধী সাকারাত্মক আশ্বাস দেন। সালখান মুর্মু ৯ডিসেম্বর ২০০৩ এ প্রশ্ন সংখ্যা 1107 এর মারফত গৃহমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন, বোর্ডো ভাষার সঙ্গে সাঁওতালি ভাষাকে কি মান্যতা দেওয়া যাবে ? উত্তরে জানা যায় যে, দেওয়া যাবে না।

সালখান মুর্মুর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা দিয়ে কূটনৈতিক রাজনীতি পদক্ষেপ: সালখান মুর্মু সাঁওতালী ভাষার সাংবিধানিক মান্যতার জন্য ভাষা আন্দোলনে রেলরোকো, রোড জ্যাম, মিটিং মিছিল, জেলাতে জেলা আধিকারিক, রাজ্যতে রাজ্যপাল, রাষ্ট্রতে রাষ্ট্রপতিকে ধর্না প্রদর্শন স্মারকলিপি প্রদান এবং সংসদে লাগাতার ভাষা মান্যতার দাবীদাওয়ার কোন প্রতিফলন হয়নি। সালখান মুর্মু বিজেপি সাংসদ হওয়া সত্বেও যখন নিজের সরকারের কাছে নিরাশ হলেন। তখন লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে বিকল্প রাস্তা খোঁজেন। তখন লোকসভাতে বিপক্ষ দলের নেত্রী ছিলেন শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধী। শ্রীমুর্মু সাঁওতালী ভাষা মান্যতার জন্য সোনিয়া গান্ধীর (কংগ্রেস পার্টির) সমর্থন প্রয়োজন মনে করেন। শ্রীমুর্মু ৪ই নভেম্বর ২০০৩ এ চিঠি লিখে তাহার সহানুভূতি ও সমর্থন কামনা করেন। শ্রীমুর্মুর প্রয়াস আশান্বিত হয়। শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধীর সহমতীতে কংগ্রেসের মুখ্য সচেতক প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি দ্বারা ২১নভেম্বর ২০০৩ সাঁওতালী ভাষা মোর্চা কেন্দ্রীয় অধ্যক্ষ সালখান মুর্মুকে সাকারাত্মক উত্তর দিয়ে বলেন যে, শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধী তাহার প্রার্থনা মেনে নিয়েছেন , আর উনি সাঁওতালী ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম অনুসূচীতে সামিল করার জন্য এক সংশোধন প্রস্তাব কংগ্রেস পার্টির তরফ থেকে প্রস্তাব করবেন। আবার ১৫ই ডিসেম্বর ২০০৩ সাংসদ প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি শ্রীমুর্মুকে চিঠি লিখে জানান যে, উনি সাঁওতালী ভাষার দাবি ঠিক সময়ে আর সঠিক রূপে লোকসভাতে রাখবেন। অটল বাজপী সরকারের কাছে দুই তৃতীয়াংশ বহুমত ভোট লোকসভাতে ছিল না। অতএব কংগ্রেসের বিনা সমর্থনে বোর্ডো ভাষার বিলটি পাস করা সম্ভব ছিল না। তখন কংগ্রেসের প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি শ্রীমুর্মুর প্রার্থনা ও সোনিয়া গান্ধীর নির্দেশের অনুপালন করার জন্য লোকসভাতে এক সংশোধন প্রস্তাব রাখেন। যে বোর্ডো ভাষার সঙ্গে সাঁওতালী ভাষাকেও সামিল করা হোক, না হলে কংগ্রেস ঐ বিলে সমর্থন দেবে না। শেষ পর্যন্ত বিজেপি সরকার সাঁওতালী ভাষার বিলকেও সমর্থন করতে বাধ্য হয়। ২২ ডিসেম্বর ২০০৩ এ সাঁওতালী ভাষাকেও সংবিধানের অষ্টম অনুসূচীতে সামিল করা হয়। ২৪শে জানুয়ারী ২০০৪ প্রিয়ঞ্জন দাসমন্ত্রীকে কলকাতার রানী রাসমণি রোডে বিশাল জনসভাতে সম্মানিত করা হয়েছিল। উনার মারফত সোনিয়া গান্ধীকেও ঐতিহাসিক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। সাঁওতালী ভাষার প্রশ্নে পরে সময়ের পরিস্থিতিকে বুঝতে পেরে সাঁওতালদের ভোট ব্যাংকে ধরে রাখার জন্য সংশোধন প্রস্তাব সিপিএম এর সাংসদ বাসুদেব আচারিয়াও এনেছিলেন। কিন্ত উনাদের কাছে লোকসভা আর রাজ্যসভাতে উপযুক্ত ভোট ছিল না। কোন ভাষাকে অষ্টম তপশীলে সামিল করার জন্য সংবিধানে সংশোধনের আবশ্যকতা আছে , কিন্ত তা জেতার জন্য দুই তৃতীয়াংশ সাংসদের ভোট লোকসভা আর রাজ্যসভাতে দরকার হয়। বিজেপি জোট বন্ধন এর কাছেও তখন বহুমত ভোট ছিল না। কংগ্রেস পার্টির সমর্থন ছাড়া এটা সম্ভব পর হতো না।

ভাষা আন্দোলনে অন্যান্য সংগঠন: সাঁওতালী ভাষা আন্দোলনে আসেকা আর অল ইন্ডিয়া সাঁওতালী রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন খড়্গপুর এর ভূমিকা প্রচুরভাবে ছিল। শেষের দিকে ঐ দুই সংগঠন বেঙ্গল আসেকা এবং অল ইন্ডিয়া সাঁওতালী রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন সি.পি.এম আর জে.এম.এম শিবু সরেনের প্রেমে পড়ার কারণে ভাষা আন্দোলন থেকে বাইরে যেতে থাকে এবং কোণঠাসা হয়ে পড়েন। রাউলকেল্লা আসেকা, তিলকা মুরমু সাংস্কৃতিক বিকাশকেন্দ্র, রাঘোই, আদিম ওয়ার জারপা ভুবনেশ্বর আর খেরওয়াড় জুমিদ কটক, আদিম ভূমিজ মুন্ডা সংঘ শিমুল ডাঙ্গা ভাষা আন্দোলনে এক দ্রুত গতিতে কাজ করেছিল। অনেক ছোট বড় সামাজিক সংগঠন আর অ-রাজনৈতিক সংগঠন এই ভাষা আন্দোলনে বিশাল ভাবে যোগদান করেছিলেন